ব্রহ্মবাদিনী
গার্গী ভট্টাচার্য

Brahmabadini

Gargi
Bhattacharya

+++++

Copyrighted material

মহর্ষির যেখানে পুজো হয় সেখানে এখন বসে আছেন ওনারই শিষ্য শিবপ্রসাদ পিল্লাই । উনি একজন সাধক ছিলেন । ওনার পুণ্যাত্মা ওখানে পুজো নেন ।

এইরকমই হয় । সাধুরা বিশেষ করে মোক্ষপ্রাপ্ত সন্তদের আসনে এসে অন্য সাধুরা বসে পুজো নেন ।

যখন পাপ এসে দুনিয়া দখল করে তখন ভগবান তাঁর দুত/দূতী পাঠান । যেমন ব্রাহ্মণ বাদ চাগিয়ে উঠলে আসে ভক্তিবাদ যেমন চৈতন্য মহাপ্রভু । মূর্তি পুজো বাড়লে আসেন রাজা রামমোহন রায় এর মতন সমাজ সংস্কারক । সেরকম

অতিরিক্ত কুসংস্কার বাড়ালে আসে সাংখ্য দর্শন প্রবক্তাগণ । অর্থাৎ ঈশ্বর নামক অস্তিত্ব ট্রাবল শ্যুট করেন অ্যান্টাই পার্টিকেল ছেড়ে জগতে । সেরকম এখন অ্যান্টাই তন্ত্র পার্টিকেল আসছে বাজারে । স্পিরিচুয়াল বস্তু । যা তুকতাক রুখে মানুষকে বাঁচাবে ।

একজন ব্রহ্মজ্ঞানির শান্তি আটকে দেওয়া সবচেয়ে বড় পাপ এই কসমসে । তার চেয়ে বড় পাপ আর কিছু নেই । সেই অর্থে শান্তি রোখা যায়না কিন্তু চেষ্টা করাই মহাপাপ । এগুলি হল কোনো সাধুর সাধনা ভঙ্গ করার চেষ্টার থেকেও অনেক

বড় পাপ । সাধারণ কোনো সাধক বা তান্ত্রিক ও ব্রহ্মবাদী একজিনিস নয় ।

শাহরুখ খানের পরিবার ও ফ্যানেরা মহর্ষির ফটোতে পদাঘাত অবধি করে অপমান করছে সে মৃত বলে । কারণ আমার শক্তির দ্বারা সে নিহত হয়েছে । কালা জাদুর শক্তি ভেদ করে । কিন্তু গৌরী বা ওর ছেলেপেলেরা কেউ এটা করেনি । পরিবার বলতে মুসলিম সদস্যরা যারা গৌরীকেও গালি দেয় হিন্দু অওরাৎ ও উগ্রবাদী বলে কারণ বিজেপী/আর এস এস আছে ওখানে তাই । কিন্তু মহর্ষি একজন জীবনমুক্তা ও ব্রহ্মজ্ঞানী তাই

ওনাকে এইভাবে অপমান করলে ফাল মারাত্মক হবে । আমরা অসুর/রাক্ষস নই তাই সাবধান করে দিলাম । রাক্ষস/অসুরগণ সাবধান করেনা আরো পাপে লিপ্ত করে দেয় । শাহরুখ বাবা/মাকে হারিয়ে পড়ে যখন ন্যাশেনাল স্কুল অফ ড্রামাতে ভর্ত্তি হয় তখন গাঁজা/চরস/আফিং এর নেশায় পড়ে যায় ও কালা জাদুর কবলে পড়ে । সেখানে থেকেই ওর এমন হাল হয় যে লালরুখের গায়ে হাত দেয় যাতে মেয়েটি পড়ে অবসাদে ভোগে । সে নাও করে কিন্তু শাহরুখ এর সঙ্গীসাথিগণ তাকে ঐ জীবন থেকে বার হতে দেয়না ।

জ্ঞানযোগী নিসর্গদত্ত মহারাজ ও আই অ্যাম দ্যাট এর রচয়িতা একবার রমণ মহর্ষির নাতিকে মাটিতে শুয়ে প্রণাম করেন । তখন মহারাজের অনেক দিন হলে মোক্ষ হয়ে গিয়েছে । তবুও করেন । নাতি হতবাক । এ হে এ হে , করে ওঠেন উনি । তখন মহারাজ বলেন যে তুমি মহর্ষির মতন এতবড় একজন সেন্টের নাতি । আমি তো ওনাকে দেখিনি কিন্তু তোমাকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে আমার তাই তোমাকেই প্রণতি জানালাম । সেই মহর্ষির ছবিতে পদাঘাত করা কিংবা তাঁকে কালাজাদু করার ফল অত্যন্ত খারাপ হবার সম্ভাবনাই বেশি বলে মনে

হয় । আর ভালো অসুর বা রাক্ষসও আছে । যেমন প্রহ্লাদ, বিভীষণ , কুম্ভকর্ণ । ৩৩ কোটি ভগবান বেড়ে গিয়েছে । সেসব ত্রেতা যুগে হবে বা দ্বাপরে । এখন এত মন্দির , গীর্জা , মসজিদে এত অর্চণা হয় কাজেই এনারা বেড়ে গিয়েছেন সংখ্যায় ।এনারা যে পুজো নেন সবাই স্পিরিচুয়াল জগতে এক একজন দেবদেবী । যদিও সবার ভেতরে ঐশ্বরিক পদার্থ থাকেনা । অত্যন্ত কম দেবতা ঐশ্বরিক হন ।

কর্ণপিশাচিনীরা ম্যান ইটার হয় । পুরুষ মানুষকে ধ্বংস করে দেয় । এই সাধনা না করাই কাম্য ।

বৈকুণ্ঠে অনেক বিষ্ণু আছেন । একজন নন । মহাজগৎ সিঙ্গুলারিটিতে কাজ করেনা । তাই যেই বিষ্ণু গিয়েছে সে আদতে তিরুপতির বালাজি ছিলো ।

একজন বিষ্ণু ফেল করলে অন্যজন টেক ওভার করেন । তাই সেখানে

অন্যরাও আছেন । যেমন আদি নারায়ণ ,

লর্ড পদ্মনাভ , কৃষ্ণ, রাম , নৃসিংহ দেব ও তাঁর নানা অবতার , লর্ড সুদর্শন আর

বালাজির আবার আরো রূপ আছে যেমন ভিসা বালাজি । আর দশাবতারেরা তো আছেনই । কাজেই একজন গেলে অন্যরা বৈকুণ্ঠকে কুণ্ঠা মুক্ত করেন ।

অহং এর গ্রেস থেকে পতনের চান্স থাকেই বিশেষ করে কলিযুগে । তাই মোক্ষকে এনকারেজ করা হয় । ওটা স্থায়ী । তাই বিষ্ণুর পতনে ভয়ের কারণ নেই কোনো ।

বিজেপীর শয়তানেরা এখান হিড়িম্বা দেবীর মন্দিরকেও কালিমা যুক্ত করছে । এখানে এক রাক্ষসী দেবীতে উন্নীত হন । ভীমদেবের কল্যাণে । আর আজ উল্টো

হচ্ছে । ওখানে বলি দেওয়া হয় । নিয়মিত । কিন্তু ওটা তন্ত্রের কোনো আঁখড়া নয় । কারেন্ট দেবীর আসনে যে সে এক তান্ত্রিক তাই ওখানে বলি দিয়ে তাকে তুষ্ট করে নেতাগণ নিজেদের মানত পুর্ণ করে ও মন্দিরকে কলুষিত করে । কারণ এই মন্দির এবার উঠে যাবে । এখানে নিরীহ পাহাড়ি শিশুদের ধরে এনে বলি দেওয়া হয় রাতের আঁধারে । এই দেবীর আসনে যেই তান্ত্রিক সে আগে দক্ষিণ ভারতে তন্ত্র সাধনা করে ও এখন এই দেবীর আসনে বসে শয়তানি করা শুরু করেছে । আমাকে গালি দিচ্ছে যে লোকে আমাকে ইজ্জৎ দেবে আর বলবে যে আমি সবার

সাথে ঝগড়া করিনা । ইজ্জৎ মানে টেররিস্ট বলে ফাঁসাবে না আরকি ।

টিপস্ দিচ্ছে নানান রকম আরকি ।

দু দিনের যোগী , ভাতেরে কয় অন্ন ।

এই আর এস এস ও বিজেপী সমস্ত সুফি সন্তদের সমাধি আক্রমণ করছে যা ৩০০/৪০০ বছরের পুরণো , হিড়িম্বা মন্দির যা এক ইতিহাস । এগুলিকে নাশ করছে । অর্থাৎ ধর্মের নামে কালচারাল হেরিটেজ নষ্ট করছে । আর আলাউদ্দিন খিলজিকে ব্লেম করে । উনি নাকি খুব

ভালো ট্যাক্স রিফর্ম করেছিলেন বলে শুনেছি।

কুবেরজী আমার দিদা ও মাসী/কাজিনকে কার্স করেন যে তাদের অহং এরজন্যে পতন হবে ও পতিতার জীবন যাপণ করতে হবে। পরে কোনো সাধু দয়ায় তাদের রক্ষা করবে কিন্তু সেখানে শয়তানি করলে আবার একই ট্র্যাপে পড়ে যাবে ও নরকে পতিত হবে ও সাতানের সাথে মিলে যাবে একসময়। এরা অপ্সরা ছিলো। আর অন্যান্য যক্ষ, গন্ধর্ব , কিন্নর , পরীদের চেতনা মনেই করতো না ও দম্ভের পারদ চড়ে যাওয়াতে

এই হাল হয় । আমাকে ব্রুটালি মারার প্ল্যান করে । এমন করে যাতে আমি পরের বার আর দেহ না পাই । ওরা তো বোঝেনা যে আমাদের মতন সাধিকাদের আর কর্ম বাকি নেই কিন্তু যতটা বোঝে তাই কাজে লাগাচ্ছে । যদি সত্যি ভালো চাইতো তাহলে ওদের লোকের যিনি লোকপাল তাঁর কাছে গিয়ে বিচার চাইতো অথবা দেবদেবীদের কাছে আর্তি জানাতো । কিন্তু আমাকে মেরে ফেলাই উদ্দেশ্য ও আমি যাতে ইরানের শাসকের সাথী না হতে পারি তার ব্যাবস্থা করার প্ল্যান করছে । প্ল্যান ব্যাকফায়ার করেছে । কাজিনের হত্যার খবর খবরের কাগজে

ছাপা হবে ও ব্লুটালি নিহত হবে। ঈর্ষা। সিম্পেল জ্বলুনি । ওরা আর কোনো স্পিরিচুয়াল গুরু পাবেনা । যে ওদের দায়িত্ব নেবেন উনিও কার্সড হয়ে যাবেন চিরতরে । চৈতালি দাশগুপ্তর একই ব্যাপার । মহর্ষিকে ব্যবসাদার বলছে । ওনার নাতির পুত্র আমেরিকায় গিয়ে চিকিৎসক হয়ে কাজ করেছেন আর এখন আশ্রম দেখেন। মানে এটা ব্যবসা। নাহলে তো আশ্রমিকই হতেন নাকি ?

আমার ও আমার স্বামীর চরিত্র কলঙ্কিত করছে । ওদেরকে ও ওদের পিতৃপুরুষদের সোনালী সেনরায় সমেৎ

সবাইকে পোকা হয়ে জন্ম নিতে হবে একমাত্র রাজা দাশগুপ্ত ও হরিসাধন দাশগুপ্ত ব্যাতীত। ওখান থেকেই বিবর্তন শুরু হবে। কলিযুগে আত্মারা মোক্ষের থেকে সাতানের সাথেই বেশি জুড়ে যায়।

আনন্দ কোষে বেশি যেতে পারেনা।

কারণ ফ্রি-উইল চালাবার মতন দেহ থাকেনা আর;এতটাই মন্দ কাজ করতে শুরু করে। তখন এমন হয়ে থাকে।

পুরো জগৎ শক্তির ফিলোসফিতে চলে। কেবল শক্তির চেতনা আছে। আমরা অণু-পরমাণু এসব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র থেকে

শুরু করে আবার আনন্দ কোষে ব্লাস্ট করি , মোটামুটি এমনই হবার কথা কিন্তু কলিকালে অন্যরকমও হয় । বেশি শয়তানি করলে ভগবান ফ্রি- উইল কেড়ে নিয়ে থাকেন । এমন হলে তারা আর নিজেদের ডিসায়ার মেটাতে পারেনা ও নেগেটিভ শক্তিতে মিলে যায় ও এক সময় কসমসের ধ্বংসের সাথে ব্রহ্মে মিলে যায় চিরতরে । এমন ভাবে পরে আবার বার হয় ঋণাত্মক শক্তি হয়েই । একটা সময় পুরোটা মিলেই যায় । কাজেই কখনো সাধক রূপে আমরা রিয়েলাইজ করি আমাদের স্বরূপ আবার কখনো

আমরা নেগেটিভ শক্তিতে ঢুকে পড়ি আর অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলি।

নেগেটিভিটি কম হলে কসমসের ফাংশান করতে সুবিধে হয়। ওভার অল।

আমি এক জন্মে নেপালী রাণার মেয়ে ছিলাম। নারায়ণ মূর্তি আমার বাবা আর সুধা মূর্তি মা ছিলো। তখন নরেন্দ্র মোদিজী আমার পতিদেব ছিলেন। উনি নেওয়ার বংশের রাণা ছিলেন। আমাকে বিয়ে করেন আমার সাহসিকতার জন্য। আমার পিতা ছিলেন অত্যাচারী রাণা। আমি তার প্রতিবাদী কন্যা ছিলাম। পরে আমার মাতাজী এসে আমাদের রাজবংশে

তার প্রতিপত্তি খাটাতে শুরু করে । কন্ট্রোল ফ্রিক । কারণ আমি মূল রাণী ছিলাম ও ক্রাউন প্রিন্সের মা ।

আরো অন্য তিন রাণী ছিলেন । তার মধ্যে যশোদা বেন ছিলেন মধ্যমা ।

আমি হিলিং দিতাম আর যশোদা বেন আমাকে হেল্প করতেন । আমি দুর দুরান্তে কিছু সহযোগী নিয়ে চলে যেতাম চিকিৎসা করতে তো রাণাজী আমার সেফটির জন্য আপত্তি করতেন আর আমি বলতাম যে এতোদুরে গরীব লোকগুলি মারা যাচ্ছে আর আপনার আমার সেফটির কথা মনে হচ্ছে কেন ?

আমাদের সব রাণীদের মধ্যে মিল ছিলো কিন্তু মিসেস মূর্তি খুব কুঁজি মন্থরার মতন বদ পরামর্শ দিতেন যেন উনিই রাজার মা । রাজমাতা হয়ে গিয়েছেন । ওনাদের অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিলো । কিন্তু নেওয়ার বংশ ছিলো অনেক বড় রাজবংশ । এতবড় রাণা ওদের কন্যাকে বিয়ে করেছেন বলে হয়ত গর্ব বোধ করেন ।

আমাদের বড় কাজিনের গ্যাং ছিলো ।

খুব ক্লোজ ছিলাম আমরা সকলে । ভৈরব ঘন্টেশ্বর আমার কাজিন ছিলেন । উনি এখন সানি দেওল । ওনার তখনও

ভালো দেহের গঠণ ছিলো। আমি ওনাকে নাকি বলতাম যে ভাই তুই পালোয়ান হয়ে যা। তোর রাণা হবার কি দরকার ? হনুমানজীকে দেখিস্ না ? রাম তো রাজা ! কিন্তু হনুমানজীই বা কম কিসে ?

তাই এই ভৈরব এখন আমাকে বলেন যে এইকারণে এখন তুই অফ বিট্ রাইটিং করতে পারিস্ । কারণ ঐসময়ও তোর চিন্তধারা অনেক অন্যরকম ছিলো । একজন নারী হিসেবে।

আত্মা হল ব্যাটারির মত । চার্জ করতে হয় সাধন ভজন করে নাহলে চার্জ ফুরিয়ে যাবার সম্ভাবনা । কেউ কেউ

কাস্টম মেড ব্যাটারি হন যেমন দেবতারা যাঁদের বানায় যেমন দুর্গা, রুদ্র, মোহিনী অবতার এইরকম । আবার কেউবা ডিজাইনার ব্যাটারি হন যেমন ঠাকুর, বাবাজি এইরকম । আবার অনেকে সাধারণ ব্যাটারি যাদের চার্জ চলে যায় ওভার ইউজ করলে। যেমন কুতপা।

মহাকালীর জীহ্বা বার করা কারণ ওটা আদতে কসমস বার হয়ে আসছে ওনার মধ্যে থেকে । ওটাই জীভটা । আর নিচে শিব মানে তান্ডব নাচন ও সংহারের পরে যা শিব করেন সেই ধ্বংসের পরে আবার

মায়ের থেকেই বার হচ্ছে সৃষ্টি। এটা হল সেই ফিলোসফিটা।

রুদ্ররাও প্রেম করতে সক্ষম। কেবল কৃষ্ণ/কামদেব/ইন্দ্র নন। তাই সোলেইমানি ও আমার প্রেমের ব্যাপারটা হচ্ছে। আর পরেও রুদ্র অবতার ঋতুধজ ও রুদ্রাণী সর্পি জন্ম নেবেন এইরকম আরো অমর প্রেম কাহিনী মানুষকে দেখাতে রচনা করে যা রিয়েল। আরো রুদ্রগণ আসবেন। তাঁদের পার্টনার জোটেনা এই অপবাদ ঘুচে যাবে। তাঁরা খুব ফিয়ার্স। তাই সাথী হয়না সচরাচর। হলেও কেটে পড়ে। তাঁদের

চেয়ে বেশি ফিয়ার্স আর কেউ হয়না কসমসে । ভগবান বিষ্ণু হলেন পালন কর্ত্তা । স্থিতির দেবতা । তাই নরসিংহ দেব যতই ফিয়ার্স হননা কেন রুদ্রদের কাছে কম । কারণ বিষ্ণু এত ফিয়ার্স হলে সৃষ্টি টিকবে না । তাই শিব হলেন সবচেয়ে ফিয়ার্স রূপ আর তাঁরও ভেতরে সবচেয়ে ফিয়ার্স হলেন রুদ্রগণ । রুদ্ররূপ কথায় বলেনা ? সেরকম । নৃসিংহ অবতারকে কে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হন ? বৈষ্ণবরা বলেন যে সে হল প্রহ্লাদ কিন্তু আদতে উনি হলেন শিবের শরভ অবতার । অর্থাৎ খুবই ফিয়ার্স আরেকটি অবতার । শিবের ফ্রিকোয়েন্সি

দিয়ে মহাজগৎ চলে আর বিষ্ণুর ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে তা লালিত পালিত হয় । একটা অক্সিজেন হলে অন্যটি জল ।

গডরা করাপ্ট বলেই এখানে এমন দশা । যা ওপরে হয় তাই এখানে ম্যানিফেস্ট করে । ওনারা ওনাদের কাজ না করলে জগতে সমস্যা হয় । আজকাল গডরা সোলমেট ব্যাতীত এনার্জি এনট্যাঙ্গেল করেননা । কারণ কলিযুগে এমন করলে অভিশাপ পেতে হয় । কারণ কার্মিক এনার্জির সাথে থাকা খুব মুস্কিল ও বিনাকারণে অভিশপ্ত হবার ও পতিত হবার চান্স বেড়ে যায় । তাই ডায়রেক্ট

সোলমেট ব্যাতীত গডরা এই জগতে জন্ম নিয়ে বিয়েশাদি করা বা ভাইবোন হওয়া এইসব করেন না । ডাইরেক্ট সোলমেট কখনো অন্যের ক্ষতি করেনা ।লতায় পাতায় সোলমেটরা করতেও পারে । অভিশপ্ত এবং গ্রেস থেকে ফলেন অ্যাঞ্জেল বা পতিত দেবদেবী সোলমেট আবার কার্মিকের মতন ব্যবহার করে ।

বিনাকারণে জীবন কঠিন হতে পারে এদের সংস্পর্শে এলে । মহাজগতের একটি নিয়ম আছে । গণেশ কখনো দুর্গাকে বিবাহ করবেন না কারণ তাঁরা মাতা ও পুত্র । করতে পারেন যদি দুর্গা ঐ

পদ থেকে রাম হয়ে যান কিংবা অন্য কোনো দেবতা হন যেখানে এই সম্পর্ক নেই । তখন এনার্জি এনট্যাঙ্গেল করা সম্ভব । এই এথিকস্ মেনে চলেন বলেই ওনারা দেবতা আর অন্যরা দানব বা আসুরিক । অর্থাৎ এই জগতে জন্ম নিয়ে বিয়েশাদি হবে যদি গণেশ ও দুর্গা তখন অন্য দেবদেবীর পদাভিষিক্ত হন । যেমন সরস্বতী ও সূর্যদেব বা কোনো আদিত্য । এইরকম মোটামুটি ।

মৃত্যুর সময় মহাজগৎ জোর করে মায়ার বাইরে নিয়ে যায় আর কর্ম ভোগের সময় কিছুটা মায়া কাটায় যে

এবার তোমার জীবন অন্য খাতে বইবে। সেটা ঘাড় ধরে করানো হয়।

কবিগুরুর সংস্থা হেভি তন্ত্র করছে ওর জালিয়াতি যাতে বাইরে না আসে তা বন্ধ করার জন্য। সেই অটোমেটিক রাইটিং।

কিন্তু যোগিনী মালিনী বিচার চান।

দেবদেবীরা শক্তিশালী ও ওদের লক্ষ্য করছেন দুর থেকে। মাতৃকাগণ ও মহাবিদ্যা ও ভৈরবগণ দেখছেন যে তারা কি কি করছে। আর শনিদেবও বিচার করেই ছাড়বেন। পাপ করলেও যদি প্রায়শ্চিত্ত করতে রাজি থাকো তাহলে

ভালো হবে। আর নাহলে অল্প পাপীরও খারাপ অবস্থা হবে। সারেন্ডার করাটা জরুরি। তবে সেটাও অনেকে বলেন যে কর্ম দিয়েই হয়। সবাই পারেনা করতে তবুও চেষ্টা করতে ক্ষতি নেই কোনো।

আমেরিকা আগামী ৩৫/৪০ বছরের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যাবে। মহামারী, ড্রাউট, লোকক্ষয় এসবে শেষ হয়ে যাবে। একে অন্যের মাংস খাবে খুবলে। রাস্তায় নরমাংস পড়ে থাকবে ছাড়িয়ে ছিটিয়ে।

এত যে তারা পাপ করেছে তার ফোলভোগ করবে এবার। যুদ্ধ যুদ্ধ যুদ্ধ ও আর্মস সাপ্লাই এবার স্তব্ধ হবে। ৫০ বছর পরে

আর সাদারা থাকবেই না প্রায়। সোভিয়েত রাশিয়া আগে যেমন ছিলো সেইসব দেশ থেকে যাবে । লোকে বলবে পশ্চিমারা জগৎকে নিউক আর পর্ণোগ্রাফি দিয়েছে।

যিশু ছিলেন ইহুদি। ককেশিয়ান নন।

আমেরিকা সোভিয়েতকে ধ্বংস করেছে আর চে গুয়েভ্‌রাকেও মেরেছে । আমেরিকার দাদাগিরি এবার ওদের দিকে ব্যাকফায়ার করবে। ওদের পাপের ঘড়া ভরে গিয়েছে।

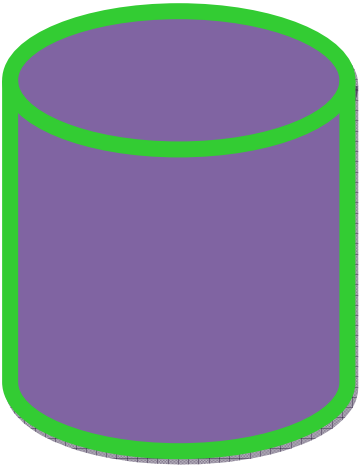

নারায়ণ মুর্তি কোনো সন্ত নয় । এক শয়তান । কালা জাদু স্পেশালিস্ট । কোস্টাল কর্নাটক ও কোঙ্কন মহারাষ্ট্রের লোকেরা এসবে খুব অভ্যস্ত । এই ব্যাক্তি আগে যখন আমার বাপ্ ছিলো তখন অত্যাচারি রাণা ছিলো তখন নরেন্দ্র মোদিজী ছিলেন শক্তিশালী নেওয়ার বংশ এর রাণা আর এই জন্মেও উনি পবন দেব ছিলেন আর মুর্তি সাহেব রাহুজী । অর্থাৎ সেই পাওয়ারফুল বেশি মোদিজী ।

এই মানুষ যে কোনো রমণীর সাথে শুতে সক্ষম । সুন্দরী রমণী ও অর্থ এই হল এর কিক্ । রমণীয় করে একে । এর বৌ-ও

লোভী । মুখে বলে আমরা সিডি ও বই কিনি কিন্তু ঘরের নিচে রয়েছে বেসমেন্ট যেখানে দুনিয়ার সব দেশের রত্ন জহর কিনে রাখা আছে যা মূর্তি তার বৌকে প্রেজেন্ট করেছে । বৌ নাকি একশো টাকার দুল পরে ও সব শাড়ি বিলিয়ে দিয়েছে। আমি একটা কবিতার বই লিখে ওদের অর্পণ করি আগের জনমের বাবা মা ছিলো বলে কিন্তু আমাকে ব্যাকস্ট্যাব করে । যতজন আমাকে তুকতাক করেছে তার ভেতরে ৫০ পার্সেন্ট এই কাপেল করেছে। ৫০ পার্সেন্ট ডিমন এরা পাঠিয়েছে । আমার থ্রোট চক্রা ব্লক করেছে কোটি কোটি ডিমন দিয়ে যাতে

আমি এইসব দৈব মেসেজ চ্যানেল না করতে পারি । তাই আমি কি লিখছি বুঝতে পারিনা অনেক সময় ও লিখতে অসুবিধে হয় । মূর্তি ও তার বৌ আমার কবিতার বইতে ইংলিশের ভুল ধরে ও হাসাহাসি করে । আমার ইংলিশ কেন বাংলা লিখতেও অসুবিধে হয় ।

অথচ আমার ঐ সিলি মিসটেক্‌গুলি আমি একজনকে চেক্‌ করতে বলি যে ওদেরই কোম্পানির কাজ করা লোক আর তারই গাফিলতির জন্য ঐ ভুলে ভরা বই আপলোড হয়ে যায় অ্যামাজনে । আর আমাকে ঐ ব্যাক্তি বলেও নি যে সে

চেক্ করেনি । আর আমি যদি তর্কের খাতিরে ইংলিশ নাও পারি তাতেই বা কি ? ওটা আমার মাতৃভাষা তো নয় । আমি বাংলায় লিখি । আর ইংলিশ আমাদের ঘাড়ে চাপানো একটি ফিরিঙ্গি ভাষা । যা আমরা স্লেভরা এখনও চর্বিত চর্বণ করে চলেছি নিয়মিত । এই হল বামপন্থী মূর্তির আসল রূপ । ও আদতে একজন র-এজেন্ট যে ঋষি সুনাককে প্লান্ট করেছে বৃটেনে । মন্ত্রীর গদিতে । খবর বার করার জন্য । আগেই বলেছিলাম ওকে সরিয়ে দেবে বৃটেন । হল কিনা ?

সেই তুকতাক । আগেই জেনে নেয় যে একজন ভারতীয় একদিন ওখানে বসবে তারপর নিজের কন্যাকে লেলিয়ে দেয় তার পেছনে। অত্যন্ত লোভী পরিবার।

এবার সুনাকের পরিবারকে মেরে ফেলবে । অত্যন্ত ব্রুটালি। এতটাই যে তারা আর এখানে দেহ পাবেনা । আর পিশাচ লোকে পতিত হবে। ধাষি অবশ্যি ওখান থেকে তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে আসবে। ও আমার সোলমেট। ওকে মূর্তি পরিবার ফাঁসায় । মূর্তি ও তার বৌ কুবের ও গণেশের এক রূপ হবে অল্প কয়েক দিনের জন্য যেমন দুর্যোধন হয়

স্বর্গে গিয়ে বসে- পাপ করেও ,তারপর ওখান থেকে ওদের বিতাড়িত করবেন দেবদেবীরা । মাঝে জন্ম নিতে হবে অভিশাপ পুরণ করতে পরে লিখছি সেসব আর তারও পরে ওরা কপোত কপোতী নরকে পতিত হবে ও স্পার্ক হয়ে যাবে।

আমাকে দেখে অবাক । কি করে আজকের জগতে কেউ এত ইনোসেন্ট হয় ? বিজেপি সরকার নাকি ওকে ফাঁসায়। ঋষিকে ওখানে বসিয়ে দেয় তাই ওদের কথামতন। বিজেপী ঋষিকে দিয়ে অস্ট্রেলিয়ান সরকারকে চাপ দেয় আমাকে উগ্রপন্থার জন্যে গ্রেফতার

করার ব্যাপারে । আর আমাকে হত্যার ব্যাপারে । কাল আমাকে আবার বিজেপী মারার প্ল্যান করে । এখানে মাজুরা পার্ক শপিং মলে বোমা রাখে । ওটা বিমান বন্দরের ঠিক গায়ে । আমি আগেই সংবাদ পেয়ে অন্য শপিং মলে চলে যাই বাজার করতে । বোম হয়ত ফাটেনি । ফাটলে শপিং মলের সাথে সাথে বিমান বন্দরও আহত হতো ।

মূর্তি ও তার বৌ অনেক আগে ইন্দ্র ও শচি দেবী ছিলো । পরে নিচে নেমে যায় ।

পিশাচলোকে পতন হয় । এখন যেখানে আছে সেখান থেকে আবার শয়তানি শুরু

করেছে । মুকেশ আম্বানিকে মেরেছে । হার্ট অ্যাটাকের ওষুধ দিয়ে মেরে ফেলে তারপর বোম ব্লাস্ট করে দেয় । ব্যাঙ্গালোর শহরে এক রেস্তোরাঁতে যেখান থেকে মুকেশ আম্বানি তাঁর সন্তানের বিয়েশাদিতে বা কোনো অনুষ্ঠানে খানা নেয় । বন্ধু বলতো ওকে । আর এমান করে মারে । র এজেন্ট হিসেবে র এর ইমিউনিটি নিয়ে নেয় সবসময় ।

কাউকে জিজ্ঞেস করেনা নিজেই অপারেশান করে ফেলে । র এর ইমিউনিটি নিয়ে শত্রু খতম করে ।

খুব ব্রুটাল । বাকিটা কালাজাদু দিয়ে করে । এইভাবেই মেরেছে সাহারাশ্রী সুব্রত রায়কে । বিজয় মল্লকে শেষ করেছে । কারণ ক্যাপ্টেন গোপীনাথ এর সেই সস্তার এয়ারলাইন সেই হেলিকপ্টার পাইলট যে করে ব্যাঙ্গালোরে তা আদতে এই মূর্তির টাকা ছিলো । তারপর থেকে ও এয়ার লাইন শিল্পকে নাশ করতে শুরু করে । এক এক করে যায় মল্ল, সাহারা শ্রী এনারা ।

এবার ভগবান এদের কঠিন সাজা দেবেন কন্ট্রোল স্ক্রিক্ হবার জন্য ।

দশ বছরের ভেতরে নারায়ণ মূর্তি ও সুধা মূর্তি আবার জন্ম নেবে এই ধরাতে ও হনুমান হয়ে । এবং ব্যাঙ্গালোর নগরে । খোদ শহরে থাকবে । নর্মাল হনুমানের জীবন যাপণ করবে এবং মানুষের মত কন্নড় ভাষাতে কথা বলবে যে তারা পুর্ব জন্মে নারায়ণ ও সুধা মূর্তি ছিলো ও ইনফোসিস এর জনক ও কি কি ভাবে মানুষকে মারতো ও ব্যবসাদারদের নষ্ট করতো সেসব অনর্গল বলে যাবে যা দেখে লোকে অবাক হবে । সেইসময় ইনফোসিসের অনেক অফিসার জীবিত থাকবে ও সম্ভবত: নন্দন নিলেকানি ও রোহিনীও বেঁচেই থাকবেন ও ওনারা

সেসব কথা শুনে অবাক হবেন । এমন এমন স্ক্যাম বলবে যা কেবল ভেতরের লোকেরাই জানে । এদের কেউ তুকতাক করে মারতে সক্ষম হবেনা বা গুলি করে কিংবা পুলিশ কাস্টডিতে নিয়ে যেতে বা বনে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসতে । যেই করতে যাবে সেই মারা পড়বে ততক্ষণাৎ । অর্থাৎ এদের কর্ম এদেরকে প্রোটেক্ট করবে আর এটাই এদের অভিশাপ ।

এমন চমৎকার হনুমান দেখে লোকে রামায়ণকে স্মরণ করবে । বালি, সুগ্রীব, অঙ্গদ ও হনুমানজী যে সত্য সেসব মনে করবে ।

এরকমভাবে টানা ৫০ জন্ম চলবে। তারপর ঐ নরক ও স্পার্কের জিনিসগুলি হবে। বিজয় মল্ল ও সাহারাশ্রীর অ্যান্সেস্টর গণ এদের দুজনকে এই কার্স করে দিয়েছেন। ইনফোসিস এর নাম নিলেই লোকে অভিশাপ পাবে। বংশ ধবংস হয়ে যাবে। ওদের পুরো কোম্পানি লাটে উঠে যাবে ও প্রতিটি কারেন্ট কর্মচারির সমস্যা হবে কোনো না কোনো ভাবে। এদের ছেলে রোহন হল এক বিগড়া হুয়া ঔলাদ। ড্রাগি ও শয়তান। অর্গানাইজ্ড ক্রাইম গ্যাং এর সাথে যুক্ত।

বিজ্ঞানের প্রমাণ হয় কারণ ওটা খুলে আম হয়। তুকতাক আড়ালে আবডালে চলে। গুপ্ত বিদ্যা। ওটা সবার সামনে করতে দিলে দেখা চলে যে ওটাই ঘটে। নাহলে এই নারায়ণ মূর্তি, জাগ্নি বাসুদেব, কমলা হ্যারিস এদের মতন লোক এত পাওয়ারফুল হল কিদৃশ ?তন্ত্র খুব শক্তিশালী এক ডোমেন। যারা এগুলি অস্বীকার করে তারা মুর্খ। কারো অজ্ঞানতা কোনো কিছুকে নস্যাৎ করতে পারেনা। যতক্ষণ না মানুষ নিজে ভোগে ততক্ষণ মানেনা। ল্যাজে পা পড়লে তখন সবই মানে। তবে এও সত্য যে সবার ওপরে সব তন্ত্রবিদ্যা খাটেনা। শক্তিশালী

চেতনা হলে তা ব্যাকফায়ার করে যায় অথবা যদি কারো কর্মে ভোগ না থাকে তাহলেও তান্ত্রিক সফল হয়না । জ্যোতিষও বলে যে গ্রহ নক্ষত্রের বিশেষ বিশেষ যোগ একজনকে তুকতাকের প্রতি ভালনারেবেল করে থাকে ।

মহর্ষি আমার গুরু না হলে ঠাকুর, শিরডী সাঁই অথবা বাবাজি হতেন এবং আমি ওনাদের ডাইরেক্ট শিষ্য হতাম । আমাদের স্পিরিচুয়াল ডি-এন-এ ম্যাচ করে । আর শিরডি সাঁইবাবা হলেন কবীরের অন্যজন্ম । যক্ষ রাজাধিরাজ কুবেরের পোস্টে পরে স্থায়ী হবেন মমতা

শঙ্কর । রোহিনী নক্ষত্র । তখন থেকে কুবেরজী পুজো পাবেন বৃহৎ আকারে। অর্থের জন্য ,সম্পদের জন্য । মা লক্ষ্মীকে আর লাগবে না । কাতারের আমির, দ্বারভাঙ্গার রাজপরিবার, নারায়ণ মূর্তি ও সুধা মূর্তির মতন মানুষেরা কিভাবে অন্য ধনীদের বিনষ্ট করে দেয় তাদের সারল্যের সুযোগ নিয়ে এও এক চমৎকার । ধনীরাও মানুষ তাইনা ? তাদেরও বাঁচার অধিকার রয়েছে । তাদেরও ব্যাথা লাগে ও আঁখি থেকে জল বার হয় । কেবল গরীবদেরই কষ্ট হয়না । বড়লোকদেরও কষ্টনুড়ি ছাড়েনা ।

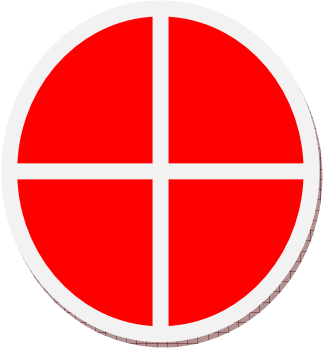

সমাপ্ত